প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা ।
আসিয়া শ্রীরূপ-গোসাঞির নিকটে রহিলা ॥ ১৫৭ ॥
তাঁর স্থানে রূপ-গোসাঞি শুনেন ভাগবত ।
প্রভুর কৃপায় তেঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥ ১৫৮ ॥

শাখা-প্রশাখা-ক্রমে অসংখ্য গৌরভক্তদ্বারা ত্রিভুবনোদ্ধার ঃ—

এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ ।
দিঙ্মাত্র লিখি, সম্যক্ না যায় কথন ॥ ১৫৯ ॥
একৈক-শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল ।
তার শিষ্য-উপশিষ্য, তার উপডাল ॥ ১৬০ ॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে ।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম-জলে ॥ ১৬১ ॥
এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা ।
'সহস্র বদনে' যার দিতে নারে সীমা ॥ ১৬২ ॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ ।
সমগ্র বলিতে নারে 'সহস্র-বদন' ॥ ১৬৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং মূলস্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম দশম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৫৩-১৫৮। রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—ছয় গোস্বামীর অন্যতম এবং তপন মিশ্রের পুত্র। আনুমানিক ১৪২৫ শকে তাঁহার জন্ম। ভাগবত-শাস্ত্রে ইঁহার সবিশেষ কৃতিত্ব। অন্ত্য, ১৩ পঃ "রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ। যেই রান্ধে সেই হয় অমৃত-সমান।। পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন। প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ।। অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিল। 'বিবাহ না করিহ' বলি' নিষেধ করিল।। 'বৃদ্ধ মাতাপিতা যাই' করহ সেবন। বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।। পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।' এত বলি' কণ্ঠমালা দিল তাঁর গলে।।" "চারি বৎসর ঘরে পিতা-মাতার সেবা কৈল। বৈষ্ণব-পণ্ডিত-ঠাঁই ভাগবত পড়িল।। পিতা-মাতায় কাশী পাইলে উদাসীন হঞা। পুনঃ প্রভুর ঠাঁই আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া।।" "আমার আজ্ঞায়, রঘুনাথ, যাহ বৃন্দাবনে। তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে।। ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম। অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্।। এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা। প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমমত্ত হৈলা।। চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা। সেই মালা, ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা।।" "রূপ-গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন। ভাগবত পড়িতে আউলায় তাঁর মন।। পিকস্বর কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ। এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় চারি রাগ।। নিজ-শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইল। বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি' দিল।। গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়।। বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণভজন করে,—এইমাত্র জানে।।" গৌঃ গঃ ১৮৫ শ্লোক—রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী। কৃত-শ্রীরাধিকাকুণ্ড-কুটীরবসতিঃ স তু।।"

ইতি অনুভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—একাদশপরিচ্ছেদে প্রভু-নিত্যানন্দের গণসকল বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

নিত্যানন্দ-গণসমূহের নমস্কার ঃ—

নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজ-ভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্ ।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই, সেই ধন্য ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। প্রেমরূপ মধুপানোন্মত্ত নিত্যানন্দপাদপদ্মের ভৃঙ্গ-সকলকে নমস্কার করিয়া তন্মধ্যে কয়েকটী মুখ্যভক্তের নামোল্লেখ করিতেছি।

অনুভাষ্য

১। প্রেমমধূন্মদান্ (প্রেম এব মধু তেন উন্মদান্) অখিলান্ (সর্ব্বান্) নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ (প্রভুপাদপদ্মভ্রমরান্) নত্বা (প্রণম্য) তেষু (ভক্তেষু) কতিচিৎ মুখ্যাঃ [ভক্তাঃ] ময়া লিখ্যন্তে।

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত, জয় নিত্যানন্দ ।
জয় জয় মহাপ্রভুর সর্ব্বভক্তবৃন্দ ॥ ৩ ॥

নিত্যানন্দ-স্কন্ধের শাখা-বর্ণন ঃ—

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎপ্রেমামরশাখিনঃ ।
উর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ৪ ॥

মহাপ্রভুর অভিপ্রায়-মতে নিত্যানন্দ-শাখার
বৃদ্ধি ও প্রাধান্য ঃ—

শ্রীনিত্যানন্দ-বৃক্ষের স্কন্ধ-গুরুতর ।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর ॥ ৫ ॥
মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাড়ে শাখাগণ ।
প্রেম-ফুল-ফলে ভরি' ছাইল ভুবন ॥ ৬ ॥
অসংখ্য অনন্ত গণ কে করু গণন ।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৭ ॥

(১) শ্রীবীরচন্দ্র গোসাঞি-শাখা ঃ—

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—স্কন্ধ-মহাশাখা ।
তাঁর উপশাখা যত, অসংখ্য তার লেখা ॥ ৮ ॥

তাঁহার মাহাত্ম্য—স্বয়ং বিষ্ণু হইয়াও বৈষ্ণব-চেষ্টা ঃ—

ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত ।
বেদধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত ॥ ৯ ॥
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দ্দম্ভ ।
চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ ॥ ১০ ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে ।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ ১১ ॥
সেই বীরভদ্র-গোসাঞির চরণ-শরণ ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট-পূরণ ॥ ১২ ॥

(২) ঠাকুর অভিরাম (গোপাল-১), (৩) দাস গদাধর ঃ—

শ্রীরামদাস আর, গদাধর দাস ।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পতরুর উর্দ্ধস্কন্ধরূপ শ্রীঅবধূত নিত্যানন্দচন্দ্রের শাখারূপ গণসকলকে নমস্কার করি।

৬। মালাকারের—শ্রীমহাপ্রভুর।

অনুভাষ্য

৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামরশাখিনঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব সতঃ নিত্যস্থিতস্য প্রেমামরবৃক্ষস্য গৌরনামধেয়স্য অবিনাশিন-স্তরোঃ তস্য) উর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ (উর্দ্ধস্কন্ধরূপঃ নিত্যানন্দপ্রভুঃ এব ইন্দুঃ চন্দ্রঃ তস্য) শাখারূপান্ গণান্ (শাখারূপগণান্) নুমঃ (নমস্কুর্ম্মঃ)।

৮। শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—ইনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র ও জাহ্নবা-মাতার শিষ্য এবং বসুধার গর্ভজাত। (গৌঃ গঃ ৬৭ শ্লোক)—"সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়ি-নামকঃ। স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ।।"* হুগলীজেলার অন্তর্গত ঝামটপুর-গ্রামনিবাসী ইঁহারই শিষ্য যদুনাথাচার্য্যের ঔরসে বিদ্যুন্মালার (লক্ষ্মীর) গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতীকে এবং তাঁহাদের পালিতকন্যা নারায়ণীকে ইনি বিবাহ করেন। ভক্তিরত্নাকর ১৩ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য। গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র—এই তিনজন শিষ্যই ইঁহার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কনিষ্ঠ রামচন্দ্র খড়দহে বাস করেন ; তিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় শুদ্ধশ্রোত্রিয় 'বটব্যাল'। জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ বর্দ্ধমান জেলায় মানকরের

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯। বীরচন্দ্রপ্রভু—শ্রীসঙ্কর্ষণের যে পয়োব্ধিশায়ী ব্যূহ, তৎ-স্বরূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইয়াও আপনাকে বৈষ্ণবাভিমান করিতেন।

১৩। রামদাস—অভিরাম দাস।

অনুভাষ্য

নিকট 'লতা' গ্রামে এবং মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহের নিকট গয়েশপুরে বাস করেন। যদি ইঁহাদের তিনজনের গোত্র এবং গ্রামের পরিচয় এক থাকে, তাহা হইলে বীরভদ্রের ঔরসজাত-পুত্রত্বে কেহই সন্দেহ করিতে পারে না। রামচন্দ্রের চারিপুত্র ; জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামাধবের তৃতীয় তনয়—যাদবেন্দ্র, তৎসুত—নন্দকিশোর, তৎপুত্র—নিধিকৃষ্ণ, তৎসুত—চৈতন্যচাঁদ, তৎপুত্র—কৃষ্ণমোহন, তৎসুত—জগন্মোহন, তৎপুত্র—ব্রজনাথ এবং তাঁহার পুত্র—পরলোকগত শ্যামলাল গোস্বামী।

১৩। গদাধর দাস—আদি, ১০ পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামদাস (অভিরাম)—ঠাকুর অভিরাম নিত্যানন্দৈক-প্রাণ দ্বাদশগোপালের অন্যতম ব্রজের 'শ্রীদাম' সখা ; গৌঃ গঃ ১২৬ শ্লোক—"পুরা শ্রীদাম-নামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্। দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ।।"* আদি ১০ম পঃ ১১৬-১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভক্তিরত্নাকরে (চতুর্থ তরঙ্গে) শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের কথা লিখিত আছে। অভিরাম ঠাকুর পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দের

** শ্রীসঙ্কর্ষণের অংশরূপ যে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, তিনিই অধুনা শ্রীচৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীবীরচন্দ্র।*

** পূর্ব্বে যিনি মহাত্মা শ্রীদাম ছিলেন, তিনিই অধুনা অভিরাম হইয়াছেন। তিনি বত্রিশজনের দ্বারা বহনযোগ্য কাষ্ঠ (বংশীরূপে) বহন করিয়াছিলেন।*

অনুভাষ্য

আদেশে আচার্য্য ও ভক্তিধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। "অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড। যাঁরে দেখি' কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড।। নিত্যানন্দ-আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর। জগতে বিদিত যাঁর কৃপা মনোহর।।" ইনি প্রণাম করিলে বিষ্ণুশিলা বা বিষ্ণু-অর্চ্চা ব্যতীত অন্যান্য শিলা বা মূর্ত্তি বিদীর্ণ ও চূর্ণ হইয়া যাইত বলিয়া একটী প্রবাদ অদ্যাপি প্রচলিত।

হাওড়া-আমতা-লাইনে চাঁপাডাঙ্গা-ষ্টেশন হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণপশ্চিম-কোণে 'হেলানার হাট' অতিক্রম করিয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগরে অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। বর্ষাকালে পথ জলমগ্ন হয় বলিয়া বি, এন, আর, লাইনে কোলাঘাট হইতে স্টীমারে রাণীচক ; তথা হইতে ৭৷৷০ মাইল উত্তরে খানাকূল। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট যে কৃষ্ণনগরে অবস্থিত, তাহা খানা বা দ্বারকেশ্বর নদীর কূলে অবস্থিত বলিয়া উহা 'খানাকূল-কৃষ্ণনগর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মন্দিরের বাহিরে দ্বারের নিকট একটী বকুল বৃক্ষ ; এই স্থানটী 'সিদ্ধবকুলকুঞ্জ' নামে অভিহিত। শুনা যায়, এই স্থানে সর্ব্বপ্রথম অভিরাম ঠাকুর আসিয়া উপবেশন করেন।

শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবলদেব, শ্রীমদনমোহন (একক) একখানি সওয়া হাত উচ্চ ও প্রায় একহাত প্রশস্ত কষ্টিপাথরে বস্ত্রহরণলীলা, কদম্ববৃক্ষ, যমুনা ও ধেনুবৎসগণসহ শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ এক সঙ্গে খোদিত রহিয়াছেন—এইরূপ অর্চ্চা-বিগ্রহ, এতদ্ব্যতীত নৃত্যাবেশে অভিরামঠাকুরের একটী শ্রীমূর্ত্তি (চরণ-যুগল অবিস্তৃত) ও শ্রীব্রজবল্লভ (যুগল)-মূর্ত্তি সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপালমূর্ত্তিও আছেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর মন্দিরের সম্মুখস্থিত পুষ্করিণী খনন-কালে উক্ত গোপীনাথবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত। তদবধি উক্ত পুষ্করিণীটী "অভিরামকুণ্ড" নামে বিদিত। বর্ত্তমানে যে-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন, তাহারই ঠিক দক্ষিণে একটী পুরাতন নবরত্ন-মন্দির। মন্দিরের উচ্চদেশে একটী প্রস্তরফলকে ১১৮১ সালে ঐ মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া খোদিত রহিয়াছে। মন্দির-নির্ম্মাতার কোনও নামোল্লেখ নাই। শুনা যায়, পার্শ্বস্থ গ্রামের পরলোকগত 'নছিরামসিংহ গইলা' নামক এক ব্যক্তি ঐ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে এখানে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেন ও মন্দির-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে খড়ের ঘরে এইস্থানেই শ্রীবিগ্রহ সেবিত হইতেন।

শ্রীগোপীনাথের মন্দিরের উত্তরেই স্থানীয় কায়স্থ চৌধুরী-গণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাবল্লভ জীউর প্রাচীন মন্দির।

বর্ত্তমান মন্দিরের প্রস্তর-ফলকে খোদিত রহিয়াছে— "শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউ সন ১২১৯ সাল মাঘ মাহা মন্দির

অনুভাষ্য

তৈয়ারী। সন ১৩০৮ সালে মেরামত মাহা বৈশাখ।" শুনা যায়, হুগলী জেলার আরামবাগ থানার মাধবপুরবাসী পরলোকগত পুণ্ডরীকাক্ষ রায়-নামক এক ব্যক্তি উহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পুরাতন মন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত পাকা নাটমন্দির। মেদিনীপুর জেলার ধীবরগণ ১২৬৩ সালে এই নাটমন্দির নির্ম্মাণ করেন ; উহা ভগ্ন হইলে ১৩২০ সালে পুনরায় উঁহারা সংস্কার করিয়া দেন।

সেবায়েতগণের নিকট হইতে জানা যায় যে, শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের সময় হইতেই এখানে সিদ্ধচাউল-ভোগের ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, এমন কি, মুড়ির পর্য্যন্ত ভোগ হইয়া থাকে। আর একটী অভিনব প্রথা এই যে, ঠাকুরকে শয়ন দিবার সময় মন্দিরের দরজা খোলা থাকে ও সর্ব্বসমক্ষে শয়ন দেওয়া হয়। অধুনা প্রাতঃকালে ঠাকুরের মঙ্গল আরতি করিবার রীতি নাই।

বর্ত্তমানে ৩৬/৩৭ ঘর সেবায়েত আছেন। কথিত আছে, মন্দিরমধ্যে লোহার সিন্দুকে শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের প্রসিদ্ধ "শ্রীজয়মঙ্গল" চাবুক আছেন এবং উহা উক্ত সেবায়েতগণের সমস্ত চাবিদ্বারা উক্ত সিন্দুকে আবদ্ধ : উহা—দুই হাত দীর্ঘ এবং জরি দিয়া জড়ান—মহোৎসবের সময় সকল সেবায়েত-গণের একসঙ্গে অভিমত হইলে উহা বাহির করা হয়। "শ্রীজয়মঙ্গল" চাবুকের কথা ভক্তিরত্নাকরে (৪র্থ তরঙ্গে) লিখিত আছে যে, ঐ চাবুক দিয়া অভিরাম ঠাকুর যাহাকে আঘাত করিতেন, তাঁহারই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইত। একদা শ্রীনিবাসাচার্য্য অভিরাম-ভবনে আগমন করিলে ঠাকুর অভিরাম তিনবার শ্রীনিবাসের গাত্রে ঐ চাবুক স্পর্শ করাইলেন। তখন অভিরাম-পত্নী বিপ্রকন্যা মালিনী দেবী হাসিয়া ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর, ধৈর্য্য ধর ; শ্রীনিবাস—বালক, তোমার চাবুকের স্পর্শে অধীর হইয়া পড়িবে।"

হুগলী জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর, আমতা এবং বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর, কোতলপুর প্রভৃতি গ্রামে ইঁহার বংশ্যগণ (শৌক্র বা শিষ্য-শাখাগত?) বিদ্যমান।

রত্নেশ্বর-শিষ্য 'অভিরামদাস' নামক জনৈক ব্যক্তি 'শাখা-নির্ণয়' গ্রন্থে 'ঠাকুর অভিরামের' শিষ্যবর্গের নাম ও স্থান-বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন,—(১) খানাকুলে কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস ; (বংশ লুপ্ত)। (২) কৈয়ড় নামক গ্রামে (বর্দ্ধমান হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে) বেদগর্ভ -নামক ভক্তের বাস ; অধুনা তথায় ইঁহার বংশধরগণ বিগ্রহসেবা করিতেছেন। (৩) বুড়নগ্রামে হরিদাসের বাস (ইঁহার বিশেষ সংবাদ অজ্ঞাত)। (৪) হেলাল (?) গ্রামে (খানাকুল হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে, খানানদীর তীরে) পাখিয়া-গোপালদাসের বাস ; অধুনা তথায় তাঁহার সমাজ

নিতাই-সহ উভয়ের গৌড়ে প্রচার ঃ—

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে ॥ ১৪ ॥

(৪) মাধব ও (৫) বাসুঘোষ ঠাকুর ঃ—

অতএব দুইগণে দুঁহার গণন।
মাধব, বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥ ১৫ ॥

অভিরামের লীলা ঃ—

রামদাস—মুখ্যশাখা, সখ্য-প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলি' কৈল বাঁশী ॥ ১৬ ॥

দাস-গদাধরের অলৌকিকী চেষ্টা ঃ—

গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥ ১৭ ॥

মাধব ঘোষের কীর্ত্তন ঃ—

শ্রীমাধব ঘোষ—মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে ॥ ১৮ ॥

বাসুঘোষের কীর্ত্তন ঃ—

বাসুদেব-গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪-১৫। ইঁহারা নিত্যানন্দের পার্ষদস্বরূপ। যে সময় মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকে গৌড়ে যাইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তখন রামদাস ও গদাধর দাসকে সঙ্গে দিয়াছিলেন। অতএব সেই দুইজনকে একবার মহাপ্রভুর গণের মধ্যে ধরা গিয়াছে, আবার নিত্যানন্দের গণেও ধরা গেল। মাধব ও বাসুঘোষের সেইরূপ দুই গণে গণনা।

অনুভাষ্য

বলিয়া পরিচিত একটী ক্ষুদ্র ভগ্ন মন্দির বর্ত্তমান, কিন্তু শ্রীবিগ্রহ নাই। (৫) মেদিনীপুর-জেলার রামজীবনপুরের নিকট পাইক-মালিটা (?)-গ্রামে 'গুম্ফ-নারায়ণে'র বাস ; ইঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমান। (৬) সীতানগরে দাড়িয়া মোহনের বাস ; (স্থান ও পাত্র, উভয়ের অবস্থান অজ্ঞাত)। (৭) ময়নামুড়িতে (বাঁকুড়ায়) সত্যরাঘবের বাস ; (ইঁহার বংশধরগণের বাস অজ্ঞাত)। (৮) সালিখায় (হাওড়ার নিকট?) রজনী পণ্ডিতের বাস ; (ইঁহারও বংশধরগণের অবস্থান অজ্ঞাত)। (৯) ভাঙ্গামোড়ায় (তারকেশ্বর হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে) সুন্দরানন্দের বাস ; ইঁহার বংশধরগণ আছেন। (১০) দ্বীপগ্রামে (অবস্থান অজ্ঞাত) কৃষ্ণানন্দ অবধূতের বাস ; ইঁহার কোন বংশ ছিলেন কিনা সন্দেহ। (১১) সোনাতলা (লী)-গ্রামে (হুগলী বা হাওড়া জেলায়?) রঙ্গণ-কৃষ্ণদাসের বাস ; (বংশ লুপ্ত)। (১২) মালদহে মুরারিদাসের বাস ; (ইঁহার বংশধরগণের বাস অজ্ঞাত)। (১৩) পাণিহাটীতে মোহনঠাকুরের বাস ; (ইঁহার বংশাবলী-সংবাদ অজ্ঞাত)। (১৪) রাধানগরে (খানাকুল-কৃষ্ণনগরের দক্ষিণে) যদু হালদারের বাস; ইঁহার বংশ লুপ্ত হওয়ায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীবলরাম অদ্যাপি শ্রীগোপীনাথের সহিত সেবিত হইতেছেন। (১৫) অনন্তনগরে (খানাকূলের নিকট) হরিমাধবের বাস ; (বংশ লুপ্ত)। (১৬) মাহেশে (শ্রীরামপুরের নিকট?) গোপালদাসের বাস (বংশ অজ্ঞাত)। (১৭) কোটরায় (খানাকূল-থানার নিকট) অচ্যুত

অনুভাষ্য

পণ্ডিতের বাস (বংশধর বর্ত্তমান)। (১৮) পাটলা-গ্রামে লক্ষ্মী-নারায়ণের বাস ; (বংশ লুপ্ত)। (১৯) পুরীতে গোপীনাথ-দাসের বাস (সংবাদ অজ্ঞাত)। (২০) চুণাখালি পরগণায় (মাহেশের নিকট) নন্দকিশোরের বাস; (বংশ অজ্ঞাত)। (২১) পাতাগ্রামে (বর্দ্ধমান জেলার পাটুল?) বিদুর ব্রহ্মচারীর বাস ; বংশ বর্ত্তমান। (২২) বিনুপাড়ায় রাম-কৃষ্ণের বাস (স্থান ও পাত্র, উভয়ের সংবাদ অজ্ঞাত)। (২৩) গৌরাঙ্গপুরে (শ্রীপাট হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তরে) কমলাকরের বাস, নিকটে তদীয় সমাজ আছে এবং বংশধরগণ শ্রীনিতাই-গৌর-বিগ্রহের সেবক। (২৪) বিশ্বগ্রামে বলরাম ঠাকুরের বাস (স্থান ও পাত্র, উভয়ই অজ্ঞাত)। (২৪৷৷০) শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু (অভিরামের অতি প্রিয়তম ও স্নেহকৃপা-পাত্র ছিলেন, অথচ দীক্ষিত নহেন বলিয়াই বোধ হয় অর্দ্ধ-শিষ্যরূপে গণিত)। চৈত্র-কৃষ্ণা সপ্তমী-তিথিতে মহোৎসব-উপলক্ষে এইস্থানে বহুলোকের সমাগম হয়।

১৫। গোবিন্দঘোষ, বাসুঘোষ—গোবিন্দঘোষ-ঠাকুরের অতি প্রিয়তম বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ অদ্যাপি বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত দাঁইহাট ও পাটুলীর নিকটে অগ্রদ্বীপে বর্ত্তমান এবং পিতৃশ্রাদ্ধে সন্তানের ন্যায় ভক্তের অপ্রকট-তিথিতে পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশের তত্ত্বাবধানে ইঁহার সেবা চলিয়া আসিতেছে। প্রতিবর্ষে কৃষ্ণনগরে বৈশাখ মাসে 'বারদোলের' সময় অপর এগারটী শ্রীবিগ্রহের সহিত ইনিও রাজধানীতে আনীত হন এবং দোলের পর পুনরায় অগ্রদ্বীপে নীত হন।

বাসুঘোষের পদাবলীতে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বহু গৌরনাগরীপদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি কখনই বিপ্রলম্ভরসিক গৌরভক্ত বাসুঘোষের পদ নহে বা হইতে পারে না। সাধক ঐগুলি বর্জ্জন করিবেন। আদি, ১০ পঃ ১১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৬) মুরারি-চৈতন্যদাস ঃ—

মুরারি-চৈতন্যদাসের অলৌকিক-লীলা ।
ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে, সর্প-সনে খেলা ॥ ২০ ॥

শুদ্ধভক্ত ব্রজসখাগণই নিতাইর গণ ঃ—

নিত্যানন্দের গণ যত,—সব ব্রজসখা ।
শৃঙ্গ-বেত্র-গোপবেশ, শিরে শিখিপাখা ॥ ২১ ॥

(৭) রঘুনাথ বৈদ্য ঃ—

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয় ।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয় ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। মুরারি-চৈতন্যদাস—বর্দ্ধমান জেলার গলশী ষ্টেশন হইতে একক্রোশ দূরে সর্-বৃন্দাবনপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম। নবদ্বীপ-ধামান্তর্গত মোদদ্রুম বা মাউগাছি-গ্রামে আসিয়া ইঁহার নাম 'শার্ঙ্গ' (সারঙ্গ) মুরারিচৈতন্যদাস হইয়াছিল। ইঁহার বংশীয়গণ এখনও সরের পাটে বাস করেন।

অনুভাষ্য

২০। মুরারিচৈতন্যদাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে। ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যান বনের ভিতরে।। কখন চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে।। মহা-অজগর সর্প লই' নিজকোলে। নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে॥ ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়। হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয়।। চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বথা। নিরন্তর কহেন আনন্দে মনঃকথা।। দুই তিন দিন মজ্জি' জলের ভিতরে। থাকেন, কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে।। জড়প্রায় অলক্ষিত বেশ-ব্যবহার। পরম উদ্দাম সিংহ-বিক্রম অপার।। চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার। কত বা কহিতে পারি,—সকলি অপার।। যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত। যাঁর বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত।।"

২১। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আশ্রিত ভক্তগণ, সকলেই ব্রজের সখ্যরসাশ্রিত। তাঁহাদের সকলেরই গোপাল-বেশ। প্রভুর পত্নী ঈশ্বরী জাহ্নবা-মাতা—ব্রজের অনঙ্গমঞ্জরী এবং শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা ভগিনী। গৌরগণোদ্দেশে ৬৬ শ্লোক—"কেচিৎ শ্রীবসুধা-দেবীং কলাবপি বিবৃণ্বতে। অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিৎ জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে।। উভয়ন্তু সমীচীনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাং মতম্।।" জাহ্নবা-মাতার আশ্রিত ভক্তগণও নিত্যানন্দগণে গৃহীত হন।

২৩। সুন্দরানন্দ—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ—"প্রেমরসসমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম। নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদ-প্রধান।।" গৌঃ গঃ ১২৭—"পুরা সুদাম-নামাসীদদ্য ঠক্কুরসুন্দরঃ।" ইনি দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'সুদাম'।

(৮) সুন্দরানন্দ (গোপাল-২) ঃ—

সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা, ভৃত্য মর্ম্ম ।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

(৯) কমলাকর পিপ্পলাই (গোপাল-৩) ঃ—

কমলাকর পিপ্পলাই—অলৌকিক রীত ।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥ ২৪ ॥

(১০) সূর্য্যদাস ও (১১) কৃষ্ণদাস সরখেল ঃ—

সূর্য্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস ।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমের নিবাস ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪। কমলাকর পিপ্পলাইর বংশীয়গণ মাহেশের শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবক।

অনুভাষ্য

ইঁহার শ্রীপাট—মহেশপুর গ্রাম—ই,বি, আর, লাইনে 'মাজ-দিয়া' (পূর্ব্বে 'শিবনিবাস' নাম ছিল) ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে ; অধুনা যশোহর-জেলায় অবস্থিত। এই স্থানটীতে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন একমাত্র সুন্দরানন্দের জন্মভিটা ভিন্ন আর কিছু নাই। গ্রামের প্রান্তে শ্রীপাটে জনৈক বাউল বাস করেন। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহাদি, সমস্তই অল্পদিনের। বর্ত্তমানে মহেশপুরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা হয়। উহার নিকটে বেত্রবতী নদী। সুন্দরানন্দ ঠাকুর চিরকুমার ছিলেন, এ জন্য তাঁহার বংশ নাই। জ্ঞাতিভ্রাতাদের এবং সেবায়েত-শিষ্যবংশ বর্ত্তমান আছেন। বীরভূম-জেলায় মঙ্গলডিহি-গ্রামে সুন্দরানন্দের জ্ঞাতি-বংশ আছেন। তথায় শ্রীশ্রীবলরাম-জীউর সেবা হয়। সুন্দরানন্দ-ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ-বিগ্রহ বহরমপুর সৈদাবাদের গোস্বামিগণ লইয়া যান, পরে বর্ত্তমান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। অধুনা মহেশপুরের জমিদার মহাশয়গণ ইঁহার সেবায়েত। মাঘী-পূর্ণিমার দিবস সুন্দরানন্দ-ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব হইয়া থাকে।

২৪। কমলাকর পিপ্পলাই—গৌঃ গঃ ১২৮ শ্লোক—"কমলা-কর-পিপ্পলাই-নাম্নাসীদ্ যো মহাবলঃ।।" ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'মহাবল' ; ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত মাহেশের শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ। মাহেশ-স্থিত শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ই, আই, আর, লাইনে শ্রীরামপুর-ষ্টেশন হইতে প্রায় ২॥০ মাইল হইবে।

কমলাকরের পুত্রের নাম চতুর্ভুজ ; চতুর্ভুজের দুই পুত্র—নারায়ণ ও জগন্নাথ ; নারায়ণের পুত্র—জগদানন্দ ; তাঁহার পুত্র—রাজীবলোচন। তাঁহার সময় জগন্নাথদেবের সেবার অর্থ-কৃচ্ছ্রতা হয়। ঢাকার নবাব ওয়ালিশ সা (সুজা?) ১০৬০ সালে জগন্নাথদেবকে ১১৮৫ বিঘা জমি প্রদান করেন। মাহেশের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে জগন্নাথপুর গ্রামে ঐ জমি আছে। জগন্নাথদেবের নাম হইতেই ঐ মৌজার নাম 'জগন্নাথপুর' হইয়াছে।

(১২) গৌরীদাস পণ্ডিত (গোপাল-৪) ঃ—

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতে প্রেমোদ্দণ্ড-ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে, নিতে, ধরে মহাশক্তি ॥ ২৬ ॥

গৌর-নিতাইগত প্রাণ গৌরীদাস পণ্ডিত ঃ—

নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল-পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দে করি' প্রাণপতি ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য

প্রবাদ আছে,—কমলাকরের কনিষ্ঠভ্রাতা নিধিপতি পিপ্পলাই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে মাহেশে আসিয়া কমলাকরকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কোনও প্রকারেই তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া নিতে সমর্থ না হইয়া অবশেষে নিজ পরিবার ও ভ্রাতৃপরিবারবর্গের সহিত মাহেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখনও মাহেশগ্রামে কমলাকর পিপ্পলাইর বংশীয় শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস অধিকারী প্রভৃতি প্রায় ত্রিশঘর দ্বিজ বাস করিতেছেন।

কিংবদন্তী এই যে,—'ধ্রুবানন্দ' নামে জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গিয়া নিজহস্তে পাক করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ দিবার প্রবল ইচ্ছা করায়, রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরে মাহেশ-গ্রামে গিয়া শ্রীজগন্নাথ-প্রতিষ্ঠাপনানন্তর তাঁহাকে নিত্য নিজহস্তে ভোগপ্রদানপূর্ব্বক মনস্কাম পূর্ণ করিতে বলিলেন। ধ্রুবানন্দ মাহেশে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজলে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী ভাসিতেছেন দেখিতে পাইয়া শ্রীবিগ্রহত্রয়কে জল হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রকটকালে কোন্ ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথের উপযুক্ত সেবক হইবেন, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করায় তিনি স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশপ্রাপ্ত হইলেন যে, সুন্দরবনের নিকট 'খালিজুলি'-গ্রামনিবাসী 'শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই' নামক শ্রীজগন্নাথদেবের একজন পরম ভক্ত বৈষ্ণব-শিরোমণি পরদিবস প্রাতে মাহেশে আগমন করিলে তাঁহাকে যেন সেবাভার দেওয়া হয়। ধ্রুবানন্দ পরদিবস প্রাতে কমলাকরের সাক্ষাৎ পাইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাভার প্রদান করিলেন। কমলাকর শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় অধিকার লাভ করিবার পর 'অধিকারী' উপাধি লাভ করিয়া আসিতেছেন। রাঢ়ীয়শ্রেণীস্থ শৌক্রব্রাহ্মণগণের পঞ্চান্নপ্রকার গ্রামীর মধ্যে 'পিপ্পলাই' অন্যতম।

২৫। সূর্য্যদাস সরখেল—ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গে—"নবদ্বীপ হইতে অল্পদূর 'শালিগ্রাম'। তথা বৈসে পণ্ডিত সূর্য্যদাস নাম।। গৌড়ে রাজা যবনের কার্য্যে সুসমর্থ। 'সরখেল' খ্যাতি, উপার্জ্জিল বহু অর্থ।। সূর্য্যদাস—চারিভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার। বসুধা-জাহ্নবা-নামে তাঁর কন্যাদ্বয়।।" গৌঃ গঃ ৬৫—"শ্রীবারুণী-রেবত-বংশসম্ভবে, তস্য প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবী। শ্রীসূর্য্যদাসস্য মহাত্মনঃ সুতে, কুকুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ।।"

বড়গাছি—ই, বি, আর, লাইনে 'মুড়াগাছা'-ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে বড়গাছি বা বহিরগাছি—ধর্ম্মদহ-গ্রামের পরপারে 'গুড়গুড়ে' খালের তীরে। ইহার নিকটেই শালিগ্রাম ও রুকুণপুর।

কৃষ্ণদাস সরখেল—গৌরীদাস পণ্ডিত ও সূর্য্যদাস সরখেলের কনিষ্ঠভ্রাতা। ইনি নিত্যানন্দের বিবাহাধিবাসে বড়গাছি হইতে শালিগ্রামে যান। 'ভক্তিরত্নাকর' দ্বাদশ তরঙ্গে—"নানা দ্রব্য লৈয়া বিপ্রগণের সহিতে। কৃষ্ণদাস পণ্ডিত আইলা বাটী হইতে।।"

২৬। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত—হরিহোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণ-দাসের পৃষ্ঠপোষিত। ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'সুবল-সখা'। পূর্ব্বনিবাস—ই, বি, আর, লাইনে মুড়াগাছা-ষ্টেশনের কিছুদূরে শালিগ্রামে, পরে অম্বিকা-কালনায়। গৌঃ গঃ ১২৮—"সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাসপণ্ডিতঃ।" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ—"গৌরীদাসপণ্ডিত পরম ভাগ্যবান্। কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ।।" "সরখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিত উদার। তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার।। শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে কহিয়া। গঙ্গাতীরে কৈলা বাস 'অম্বিকা' আসিয়া।।" তাঁহার সাড়ে বাইশ শাখা—১। শ্রীনৃসিংহচৈতন্য, ২। কৃষ্ণদাস, ৩। বিষ্ণুদাস, ৪। বড় বলরামদাস, ৫। গোবিন্দ, ৬। রঘুনাথ, ৭। বড়ু গঙ্গাদাস, ৮। আউলিয়া গঙ্গারাম, ৯। যাদবাচার্য্য, ১০। হৃদয়চৈতন্য, ১১। চান্দ হালদার, ১২। মহেশ পণ্ডিত, ১৩। মুকুট রায়, ১৪। ভাতুয়া গঙ্গারাম, ১৫। আউলিয়া চৈতন্য, ১৬। কালিয়া কৃষ্ণদাস, ১৭। পাতুয়া গোপাল, ১৮। বড় জগন্নাথ, ১৯। নিত্যানন্দ, ২০। ভাবি, ২১। জগদীশ, ২২। রাইয়া কৃষ্ণদাস, ২২৷৷০। অন্নপূর্ণা। গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠপুত্র—(বড়) বলরাম এবং কনিষ্ঠ—রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র—মহেশ পণ্ডিত ও গোবিন্দ ; কন্যা—অন্নপূর্ণা। শালিগ্রামবাসী শ্রীকংসারি মিশ্রের ('ঘোষাল'-পদবী ও 'বাৎস্য'-গোত্র) ছয় পুত্র—(১) দামোদর, (২) জগন্নাথ, (৩) সূর্য্যদাস সরখেল (বসুধা-জাহ্নবার পিতা), (৪) গৌরীদাস, (৫) কৃষ্ণদাস সরখেল, (৬) নৃসিংহচৈতন্য। কংসারি মিশ্রের জ্ঞাতি-বংশ্যগণের কেহ কেহ এখনও শালিগ্রামে বাস করেন। গৌরীদাস পণ্ডিত বা হৃদয়চৈতন্যের বংশ নাই। কেহ কেহ বলেন, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গৌরীদাস পণ্ডিতের বা হৃদয়চৈতন্যের শিষ্যশাখাবংশ। জাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া স্বীয় খুল্লতাতের বা গৌরীদাস

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭। পাঁতি—পংক্তি-ভোজন।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

(১৩) পুরন্দর পণ্ডিত ঃ—

নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়—পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব-মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য

পণ্ডিতের সমাজ দেখিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন—"গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি দেখিতে। বহে বারিধারা নেত্রে, নারে নিবারিতে।।" (ভক্তিরত্নাকর, ১১ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

গৌরীদাসের শিষ্য—হৃদয়চৈতন্য ; হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য—অন্নপূর্ণাদেবীর পুত্র গোপীরমণ। ইঁহার বংশাবলীই সম্প্রতি কালনার মহাপ্রভুর অধিকারিগণ।

শান্তিপুরের অপরপারে গঙ্গার তীরে বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীপাট অম্বিকা-কালনা—ইহা একটী মহকুমা ও ক্ষুদ্র সহর। হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লাইনে কালনাকোর্ট ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বদিকে শ্রীপাট—বর্দ্ধমানের রাজার নূতন সমাজ-বাটী বা বাজারের নিকটেই অবস্থিত। গৌরীদাসের দেবালয়ের প্রবেশপথে একটী অপূর্ব্ব তেঁতুলবৃক্ষ। ঐ তেঁতুলবৃক্ষের তলে মহাপ্রভু ও গৌরীদাস পণ্ডিতের সম্মিলন হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। দেবালয়টী শ্বেতপ্রস্তর-মণ্ডিত এবং গৃহের তিনটী প্রকোষ্ঠে এইরূপভাবে শ্রীবিগ্রহগণ আছেন,—(১) শ্রীগৌরীদাস, (২) শ্রীরাধাকৃষ্ণ, (৩) গৌর-নিত্যানন্দ, (৪) শ্রীজগন্নাথ, (৫) শ্রীবলরাম ও (৬) শ্রীরামসীতা। পণ্ডিত গৌরীদাসের বাড়ীর পশ্চিমদিকে শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের দেবালয় ও কিছুদূরে সিদ্ধ ভগবান্‌দাস বাবাজীর আশ্রম।

যে স্থানে বর্ত্তমান দেবালয় তাহাকে 'অম্বিকা' বলে, তদুত্তরে কালনা ; এজন্য উভয় মিলিয়া 'অম্বিকা-কালনা' নাম। শুনা যায়, শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহস্তবাহিত বৈঠা এবং শ্রীহস্তলিখিত গীতাখানা (ভঃ রঃ ৭ম তঃ দ্রষ্টব্য) অদ্যাপি মন্দিরে বর্ত্তমান।

২৮। পুরন্দর পণ্ডিত—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ—"পুরন্দর পণ্ডিত পরম শান্ত দান্ত। নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত।।' অন্ত্য, ৫ম অঃ—"তবে আইলেন প্রভু খড়দহ-গ্রামে। পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে।। খড়দহ-গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায়। যত নৃত্য করিলেন কথন না যায়।। পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উন্মাদ। বৃক্ষের উপরি চড়ি' করে সিংহনাদ।। মুঞি রে 'অঙ্গদ' বলি' লম্ফ দিয়া পড়ে।।"

২৯। পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী-দাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ—"নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বরদাস। যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস।।" অন্ত্য, ৫ম অঃ—"কৃষ্ণদাস, পরমেশ্বর দাস,—দুইজন। গোপভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ।। পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বরীদাস। যাঁহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।। সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে। প্রভু দেখি' প্রেমযোগে কান্দে দুইজনে।।"

(১৪) পরমেশ্বরীদাস (গোপাল-৫) ঃ—

পরমেশ্বরদাস—নিত্যানন্দৈক-শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তাঁরে যে করে স্মরণ ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য

ইনি কিছুকাল খড়দহে ছিলেন। গৌঃ গঃ ১৩২— "নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ।" ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'অর্জ্জুন' সখা। শ্রীজাহ্নবা-ঈশ্বরীর খেতুরি-মহোৎসব-গমনকালে পরমেশ্বর সঙ্গে ছিলেন (ভক্তিরত্নাকরে দশমতরঙ্গ)। ইনি আটপুরে জাহ্নবা-মাতার আদেশে 'শ্রীরাধা-গোপীনাথ' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন (ঐ, ১৩ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায়—"পরমেশ্বর-দাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে। শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে।।" ভক্তিরত্নাকর ত্রয়োদশ তরঙ্গে পরমেশ্বরী-ঠাকুরের কথা আছে।

পরমেশ্বরী-ঠাকুরের শ্রীপাট আটপুর—হাওড়া-আমতা রেল-লাইনে চাঁপাডাঙ্গা-শাখায় আটপুর-ষ্টেশনের এবং বর্দ্ধমানরাজ তেজ বাহাদুরের দেওয়ান পরলোকগত কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্থাপিত শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রাচীন মন্দিরের নিকটবর্ত্তী। পূর্ব্বে ইহার 'বিশখালা' নাম ছিল।

মন্দিরের সম্মুখেই বহুলছায়াপূর্ণ একসঙ্গে দুইটী বকুল বৃক্ষ ও পৃথক্ একটী কদম্ব বৃক্ষ এবং তদুভয়ের মধ্যপ্রদেশে পরমেশ্বরী ঠাকুরের সমাধি ও তদুপরি তুলসীমঞ্চ সুশোভিত। যে বকুলবৃক্ষ-দ্বয় শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের সময়ে ছিল, তাহারই শাখা হইতে বর্ত্তমানের বৃক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। প্রতি বৎসর কদম্ববৃক্ষে একটী ফুল হয়, তদ্দ্বারা শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণ-পূজা হয়।

পরমেশ্বরী-ঠাকুর—বৈদ্যকুলোদ্ভূত। তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়গণই শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়েত। হুগলী-জেলার চণ্ডীতলা-ডাকঘরের অন্তর্গত গরলগাছা-গ্রামেও ইঁহাদের কেহ কেহ বর্ত্তমান। কিছুদিন পূর্ব্বেও ইঁহাদের অনেক শৌক্রব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিল। কালপ্রভাবে সাংসারিক লোকের ন্যায় ইঁহারা বৈদ্যব্যবসায় অবলম্বন করায় ব্রাহ্মণবংশীয় সকলেই ধীরে ধীরে ইঁহাদিগের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের উপাধি—'অধিকারী'। শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন অধিকারী কবিরাজ মহাশয় ও নটবর অধিকারী মহাশয়ের বিধবা ও পুত্র-সন্তানহীনা শাশুড়ীই শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়েত। ইঁহাদের জ্ঞাতিবর্গের 'গুপ্ত' উপাধি।

ইঁহারা নিজদিগকে সাধারণ 'বৈদ্য' অভিমান করিয়া দেবল-ব্রাহ্মণের দ্বারা ঠাকুর পূজা করাইতেছেন। অধুনা আটঘর সেবায়েত আছেন এবং আটঘর মিলিত হইয়া দুইঘর হইয়াছেন। পূর্ব্বে বিগ্রহ-সেবার জন্য প্রচুর জমির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সমস্ত

(১৫) জগদীশ পণ্ডিত ঃ—

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগতপাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে, যে বর্ষা ঘন ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য

জমিই ইঁহারা হারাইয়াছেন। এক্ষণে সামান্য দেবোত্তরদ্বারা অতি কষ্টের সহিত শ্রীবিগ্রহসেবা চলিতেছে।

মন্দিরে একই সিংহাসনে শ্রীবলদেব ও শ্রীরাধাগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ অবস্থান করিতেছেন, দেখা যায়। সম্ভবতঃ বলদেব-বিগ্রহ পরে প্রতিষ্ঠিত। সম-সিংহাসনে শ্রীবলদেব ও শ্রীমতীসহ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অবস্থান—তত্ত্ববিরোধপূর্ণ ব্যাপার। বৈশাখী-পূর্ণিমায় পরমেশ্বরী-ঠাকুরের তিরোভাবোৎসব হয়।

৩০। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট—যশড়া-গ্রাম—নদীয়া জেলার চাকদহ ষ্টেশন হইতে (ই, বি, আর, লাইনে) এক মাইলের মধ্যে। চৈঃ ভাঃ আদি, ৪র্থ অঃ ও চৈঃ চঃ আদি, ১৪শ পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। যশড়া শ্রীপাটের বিবরণে জানা যায় যে, জগদীশ ভট্ট পূর্ব্বদেশে গৌহাটী-অঞ্চলে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা কমলাক্ষ—গয়ঘর বন্দ্যঘটীয় ভট্টনারায়ণের সন্তান। জগদীশের পিতা-মাতা উভয়েই পরম বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ গৃহস্থ ছিলেন। মাতা-পিতার অপ্রকটের পর জগদীশ স্বীয় ভার্য্যা 'দুঃখিনী' ও ভ্রাতা মহেশকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন এবং গঙ্গাতীরে বাস ও বৈষ্ণবসঙ্গে কাল কাটাইবার জন্য শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের নিকট আসিয়া বাস করেন। গৌরসুন্দর জগদীশকে হরিনাম প্রচারের জন্য নীলাচলে যাইতে আদেশ করেন। জগদীশ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নীলাচলে নামপ্রচারকালে জগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা-ফলে জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি লইয়া আসিয়া আধুনিক চাকদহ-থানার অধীন গঙ্গাতীরস্থ যশড়া-গ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে যে, জগদীশ পণ্ডিত পুরুষোত্তম হইতে এই জগন্নাথ-মূর্ত্তি যশড়া-গ্রামে একটী যষ্ঠিতে বহন করিয়া লইয়া আসেন। অদ্যাপি একটী যষ্ঠি জগদীশ পণ্ডিতের 'জগন্নাথবিগ্রহ-আনা যষ্ঠি' বলিয়া যশড়ার সেবায়েত-গণকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভু সপার্ষদে দুইবার যশড়া-গ্রামে আগমনপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনবিহার, হরিকথা-কীর্ত্তন ও মহামহোৎসব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

জগদীশ পণ্ডিত গৃহস্থ লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম 'রামভদ্র গোস্বামী'।

পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নীচে জগন্নাথ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; পরে গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের রাজা-কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। কৃষ্ণনগরের রাজার নির্ম্মিত মন্দিরটী জীর্ণ হইলে স্থানীয় উমেশচন্দ্র মজুমদারের সহধর্ম্মিণী মোক্ষদা দাসী ১৩২৪ সালে বর্ত্তমান মন্দিরের সংস্কার করিয়া দেন—একটী প্রস্তর-ফলকে খোদিত রহিয়াছে। সেই মন্দিরটী—চূড়াবিহীন সাধারণ-গৃহাকার। সম্মুখে একটী নাতিবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ-দেব, শ্রীরাধাবল্লভজীউ ও জগদীশের পত্নী দুঃখিনী-মাতার স্থাপিত গৌরগোপাল-মূর্ত্তি বিরাজিত।

মহাপ্রভু যখন যশড়ার জগদীশের গৃহ পবিত্র করিয়া নীলাচলে গমনোদ্যত হইলেন, তখন দুঃখিনী গৌরসুন্দরের বিরহে অত্যন্ত কাতর হওয়ায় মহাপ্রভু গৌরগোপাল-বিগ্রহরূপে যশড়া-গ্রামে দুঃখিনীর সেবা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। তদবধি শ্রীগৌর-গোপাল-বিগ্রহ (পীতবর্ণ দারুময়ী গোপাল-মূর্ত্তি) তথায় সেবিত হইতেছেন।

এ স্থান হইতে গঙ্গা প্রায় এক ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে। যশড়া-গ্রামে কিছুকাল কালনার সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয় ভজন করিয়াছিলেন। পরে এই স্থান হইতে বাবাজী মহাশয় কালনায় গিয়া বাস করেন। কালনা হইতেও তিনি এইস্থানে সময় সময় আসিতেন। তখন বিজয়চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায়েত ছিলেন। শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়েত—শ্রীললিতমোহন গোস্বামী। ইঁহারা বাড়ুয্যে ; ইঁহাদের মাতুল—গাঙ্গুলী-বংশ্য। গদাধর-নামক জনৈক বৈষ্ণবকবি-রচিত জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামীর সূচক-গান অদ্যাপি যশড়া-গ্রামে গীত হইয়া থাকে। গানটীতে অল্পাক্ষরে জগদীশ পণ্ডিতের জীবন-বৃত্তান্ত গ্রথিত আছে। খঞ্জ-ভগবানের পুত্র রঘুনাথাচার্য্য, জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব-দিন—পৌষী শুক্লা তৃতীয়া। প্রতি বৎসর পৌষী শুক্লা দ্বাদশীতে জগদীশ পণ্ডিতের জন্মোৎসব হয় ও স্নানযাত্রা উপলক্ষে বহুলোক সমবেত হন।

(১৬) ধনঞ্জয় পণ্ডিত (গোপাল-৬) ঃ—

নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত, সদা কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৩১ ॥

অনুভাষ্য

৩১। পণ্ডিত ধনঞ্জয়—ইঁহার নিবাস কাটোয়ার নিকট শীতল-গ্রামে। ইঁনি দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'বসুদাম'-সখা। গৌঃ গঃ ১২৭—"বসুদামসখা যশ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ।" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ—"ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ। যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ।।"

শীতলগ্রাম—বর্দ্ধমান-জেলান্তর্গত মঙ্গলকোট-থানায় ও কৈচর-ডাকঘরের অন্তর্গত। বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া-লাইট্-রেলে কাটোয়া হইতে ৯ মাইল কৈচর-ষ্টেশনে নামিয়া ১ মাইল উত্তর-

(১৭) মহেশ পণ্ডিত (গোপাল-৭) ঃ—

মহেশ পণ্ডিত—ব্রজের উদার গোপাল ।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল ॥ ৩২ ॥

(১৮) পুরুষোত্তম পণ্ডিত (গোপাল-৮) ঃ—

নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয় ।
নিত্যানন্দ-নামে যাঁর মহোন্মাদ হয় ॥ ৩৩ ॥

অনুভাষ্য

পূর্ব্ব-কোণে। দেবালয়টী খড়ের ঘরের, চারিদিকে মাটির প্রাচীর। বহুকাল পূর্ব্বে 'বাজারবন কাবাশী'-গ্রামের মল্লিকবাবুরা শ্রীবিগ্রহের একটী পাকা গৃহ করিয়া দিয়াছিলেন। ৬৪/৬৫ বৎসর হইল, সে-মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি এখনও বর্ত্তমান। প্রবেশপথের বামদিকে একটী তুলসীবেদী,—উহাই ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি-বেদী। পশ্চিমদ্বারী গৃহমধ্যে শ্রীধনঞ্জয়-সেবিত শ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর এবং শ্রীদামোদর-বিগ্রহ আছেন। দেবালয় হইতে অল্পদূরে একটী বাগানে শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিয়া প্রতিবর্ষে মাঘ-মাসের মাঝামাঝি তিরোভাব-উৎসব হয়। কেহ কেহ বলেন, ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রকৃত জন্মভূমি—চট্টগ্রাম জেলায় 'জাড়'-গ্রামে। ইঁনি তথা হইতে শীতল-গ্রামে ও সাঁচড়া-পাঁচড়া-গ্রামে শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন।

কথিত আছে, ইনি কিছুদিন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিয়া শীতল-গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনধাম-দর্শনে গমন করেন। বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান মেমারী-ষ্টেশনের তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত সাঁচড়াপাঁচড়া-গ্রামে কিছুকাল অবস্থানপূর্ব্বক তথায় স্বীয় সহযাত্রী শিষ্যকে শ্রীসেবা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। এজন্য সাঁচড়াপাঁচড়া-গ্রামকেও লোকে "ধনঞ্জয়ের পাট" বলিয়া থাকেন। অধুনা এই গ্রামে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের কোন নিদর্শনই নাই; কিন্তু শীতল-গ্রামেই তাঁহার প্রধান শ্রীপাট। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ইনি জলন্দি-গ্রামে দেবসেবা করেন এবং তথা হইতে পুনরায় শীতলগ্রামে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা প্রকাশ করেন।

শুনা যায়, ধনঞ্জয়ের বংশ নাই। সঞ্জয়-নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম—রামকানাই ঠাকুর। সঞ্জয়ের শ্রীপাট—বর্দ্ধমান-জেলার ৪/৫ ক্রোশ পূর্ব্বে লোকনগর ডাক-ঘরের অন্তর্গত জলন্দি-গ্রামে। সঞ্জয়ের বংশধরগণের মধ্যে এক্ষণে শ্রীনীলমণি ঠাকুর ও শ্রীরাখালচন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি এবং দৌহিত্র-সন্তান শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জলন্দি-গ্রামেই বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা আছে। বর্ত্তমান বোলপুরের অতি নিকটে মুলুক-গ্রামে উক্ত রামকানাইয়ের শ্রীপাট ; সেবায়েত—শ্রীযুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগৌর-কিশোর মুখোপাধ্যায় ঐ স্থানে বাস করেন। কেহ কেহ বলেন, সঞ্জয় ধনঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন। শীতল-গ্রামে এক্ষণে যাঁহারা

অনুভাষ্য

সেবায়েত আছেন, তাঁহারা—ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্যের বংশধর। ধনঞ্জয়-শিষ্য জীবনকৃষ্ণের স্থাপিত প্রাচীন বিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দর-জীউ এক্ষণে গোপালরায় চৌধুরীর বাটীতে আছেন।

৩২। মহেশ পণ্ডিত—ইঁহার শ্রীপাট বঙ্গাব্দ ১৩৩৪ সালের প্রথম কয়েকমাস পর্য্যন্ত পালপাড়ায় অবস্থিত ছিল। তৎপরে চাকদহের নিকট কাঠালপুলি-গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছে (গৌড়ীয় ৬ষ্ঠ বর্ষ (খণ্ড), ১৩ সংখ্যায় 'প্রাপ্তপত্র' দ্রষ্টব্য)। ইনি দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'মহাবাহু' সখা। গৌঃ গঃ ১২৯—"মহেশ-পণ্ডিতঃ শ্রীমন্মহাবাহুর্ব্রজে সখা।" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ—"মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত।।"

পালপাড়া—নদীয়া-জেলায় ই, বি, আর লাইনের চাকদহ-ষ্টেশন হইতে একমাইল দক্ষিণে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গা এস্থান হইতে দূরে। পূর্ব্বে জিরাটের পূর্ব্বপারে মসিপুর বা যশীপুর (?) নামক স্থানে মহেশ পণ্ডিতের বাস ছিল। কিন্তু মসিপুর গঙ্গাগর্ভগত হওয়ায় সেস্থান হইতে সুখসাগরের নিকটবর্ত্তী বেলেডাঙ্গায় মহেশ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ কিছুকাল ছিলেন, পরে গঙ্গার ভাঙ্গনে বেলেডাঙ্গারও ধ্বংস হইলে পালপাড়ার জমিদার নবকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই শ্রীবিগ্রহ তদানীন্তন সেবায়েত বাবাজী রামকৃষ্ণদাসকে বলিয়া পালপাড়ায় আনয়ন করেন ও তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। নবকুমার বাবুর পুত্র রজনীবাবু ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের জমিগুলি হরে-কৃষ্ণদাস বাবাজীকে রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন। তদবধি 'পালপাড়া-পাট' নাম চলিয়া আসিতেছে। পালপাড়া—পাঁচনগর-পরগণার অন্তর্গত। বেলেডাঙ্গা, বেরিগ্রাম, সুখসাগর, চান্দুড়ে, মনসাপোতা, পালপাড়া প্রভৃতি চৌদ্দটী মৌজা পাঁচনগরে থাকায় উহাকে কেহ কেহ 'নাগরদেশ' বলেন। কাহারও কাহারও মতে, এই মহেশ পণ্ডিত যশড়া-শ্রীপাটের জগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহারা বলেন যে, জগদীশ, হিরণ্য ও এই মহেশ পণ্ডিত—তিনভ্রাতা ছিলেন। জগদীশ—জ্যেষ্ঠ, হিরণ্য—মধ্যম ও মহেশ—কনিষ্ঠ। এই মহেশ পণ্ডিতই শ্রীজগদীশের ভ্রাতা কি না, এ বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ না থাকায় ইহার সত্যতা সন্দেহার্হ।

শ্রীমহেশ পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দের সহিত পাণিহাটী-মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন ও উৎসবের পর শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্গে সপ্তগ্রামে গিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গে দেখা যায় যে, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর যখন খড়দহে আগমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমহেশ পণ্ডিত সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন।

(১৯) বলরামদাস ঃ—

বলরামদাস—কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী ॥ ৩৪ ॥

(২০) যদুনাথ কবিচন্দ্র ঃ—

মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ ৩৫ ॥

(২১) দ্বিজ কৃষ্ণদাস ঃ—

রাঢ়ে যাঁর জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তেঁহো পরম কিঙ্কর ॥ ৩৬ ॥

(২২) কালাকৃষ্ণদাস (গোপাল-৯) ঃ—

কালা-কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণবপ্রধান।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীপাটের মন্দিরটী সামান্য গৃহাকারে বর্ত্তমান। জীর্ণ মন্দিরে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শালগ্রাম বিরাজিত। মন্দিরের সম্মুখে মহেশ পণ্ডিতের ফুলসমাজ-বেদী। এখন ভিক্ষাদ্বারাই সেবা-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। স্থানীয় শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বার্ষিক ২৫্ টাকা করিয়া সাহায্য করেন। শ্রীমহেশ পণ্ডিতের কোন বংশাবলী বর্ত্তমান নাই। বর্ত্তমান সেবায়েত—শ্রীসনাতনদাস বাবাজী।

৩৩। পুরুষোত্তম পণ্ডিত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম। নিত্যানন্দস্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম্ম।।" ইনি দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'স্তোককৃষ্ণ'। গৌঃ গঃ ১৩০ শ্লোক—"স্তোককৃষ্ণঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।" কেহ বলেন, ইঁহারই শ্রীপাট—সুখসাগরে।

৩৪। বলরাম দাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"প্রেমরসে মহামত্ত বলরামদাস। যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ।।"

৩৫। যদুনাথ কবিচন্দ্র—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"যদুনাথ কবিচন্দ্র—প্রেমরসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয়।।" ঐ মধ্য, ১ম অঃ—"রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত যাঁর নাম। নিত্যানন্দ-প্রভুর বাপের সঙ্গী, জন্ম—একগ্রাম।। তিন পুত্র—তাঁর কৃষ্ণপদ-মকরন্দ। কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র।।"

৩৬। কৃষ্ণদাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণদাস। নিত্যানন্দ-পরিষদে যাঁহার বিলাস।।"

৩৭। কালা কৃষ্ণদাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে। গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে।।" গৌঃ গঃ ১৩২—"কালঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সখা ব্রজে।" ইনি দ্বাদশগোপালের অন্যতম 'লবঙ্গ' সখা। ইঁহার শ্রীপাট 'আকাইহাট'-গ্রাম—বর্দ্ধমান-জেলায় কাটোয়া-থানা ও ডাকঘরের অন্তর্গত এবং কাটোয়া হইতে 'নবদ্বীপ-কাটোয়া' রাজপথের ধারে অবস্থিত। ই, আই, আর, লাইনে ব্যাণ্ডেল-জংসন হইতে কাটোয়া-ষ্টেশনে নামিয়া দুই মাইল, অথবা কাটোয়ার পূর্ব্ব ষ্টেশন দাঁইহাটে নামিয়া প্রায় এক মাইল পথ। আকাইহাট-গ্রামটী অতীব ক্ষুদ্র বলিয়া লোকজনের বাস বিরল। শ্রীপাট অধুনা শ্রীহীন। কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরটী কড়িকাঠ ভাঙ্গিয়া চাপা পড়িয়াছে। রাস্তা হইতে আম্রবাগানের মধ্য দিয়া যাইলে সম্মুখে একটী ভগ্ন কুঠুরি দেখা যায়। কুঠুরির মধ্যে শ্রীবিগ্রহের শূন্য বেদী এবং কুঠুরির পূর্ব্ব-দক্ষিণকোণে একটী খড়ের চালা, তাহার মধ্যে সেবায়েতগণের সমাজ। বর্ত্তমান সেবায়েত—হরেরামদাস বাবাজী। দক্ষিণে একটী পুষ্করিণী—ইহাই "নূপুরকুণ্ড"। প্রবাদ, এই পুষ্করিণীতে শ্রীখণ্ডের মুকুন্দাত্মজ রঘুনন্দন ঠাকুরের, কাহারও মতে, নিত্যানন্দপ্রভুর নূপুর পতিত হইয়াছিল। শুনা যায়, ঐ নূপুর এবং আকাইহাট-শ্রীপাটের শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীগোপাল-জীউ, আকাইহাট হইতে তিনক্রোশ দূরে কড়ুই-গ্রামে মহান্ত বাটীতে অদ্যাপি আছেন। ১২০০ সালের হস্তাক্ষর-লিখিত একখানি শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং ১১৭১ সালের লিখিত একখানি শ্রীচরিতামৃত আছে। চৈত্রমাসে কৃষ্ণদ্বাদশী—বারুণীর দিবস—এখানে শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব সম্পন্ন হয়।

পাবনা-জেলান্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বেড়াবন্দরের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে ইচ্ছামতী-নদীর উত্তর-তীরে সোনাতলা-গ্রামনিবাসী 'গোস্বামী' মহাশয়গণের মতে,—কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর—বরেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ভরদ্বাজ-গোত্র এবং ভাদড়-গ্রামী। আকাই-হাট হইতে কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর হরিনাম প্রচার উপলক্ষে পাবনা আগমন করেন। যে-স্থানে তিনি আশ্রম করেন, সেই মাঠে এখনও গৃহাদির ভগ্ন চিহ্ন আছে। পরে এই স্থানে তাঁহার জ্ঞাতিগণও আগমন করেন। আকাইহাটে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ না থাকায় তিনি এই দেশেই বিবাহ করেন এবং কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় আকাইহাটে ও শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

সোনাতলা-গ্রামে অবস্থানকালে তাঁহার 'শ্রীমোহনদাস'-নামে এক পুত্র জন্মে ; তাঁহাকে মাতুলালয়ে সোনাতলা বা ভাদুটী-মথুরাপুর-গ্রামে রাখিয়া এবং সমুদয় সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করিয়া তিনি সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনেও তাঁহার গৌরাঙ্গদাস-নামে আর এক পুত্র জন্মে। শ্রীবৃন্দাবনে জন্মহেতু গৌরাঙ্গদাসের অপর নাম বৃন্দাবনদাস। পরে জ্যেষ্ঠপুত্র মোহনদাসের নিকট তাঁহাকেও পাঠাইয়া দেন এবং সম্পত্তির ছয়আনা অংশ লইতে আদেশ করেন। গৌরাঙ্গদাস শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীউর অনুরূপ শ্রীকালাচাঁদ-বিগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার সহিত সেবা করিতে থাকেন।

(২৩) সদাশিব কবিরাজ, (২৪) পুরুষোত্তম (গোপাল-১০) ঃ—

শ্রীসদাশিব কবিরাজ—বড় মহাশয় ।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস—তাঁহার তনয় ॥ ৩৮ ॥

'নাগর' পুরুষোত্তম ঃ—

আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে ।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ-সনে ॥ ৩৯ ॥

(২৫) কানু ঠাকুর ঃ—

তাঁর পুত্র—মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর ।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপূর ॥ ৪০ ॥

(২৬) উদ্ধারণ ঠাকুর (গোপাল-১১) ঃ—

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য

কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের শ্রীবিজয়গোবিন্দ গোস্বামিপ্রমুখ বংশধরগণ পাবনা-জেলায় সোনাতলা প্রভৃতি স্থানে আজও বর্ত্তমান।

সোনাতলা-গ্রামস্থিত আশ্রমবাটীর ভিটা, মন্দিরের ইট এবং পুষ্করিণীর ঘাট এখনও দেখা যায়। এখানকার শ্রীবিগ্রহ—শ্রীকালাচাঁদজীউ পালাক্রমে কালাকৃষ্ণদাসের বংশধরগণের দ্বারাই সেবিত হন। এস্থানে অগ্রহায়ণ-মাসে কৃষ্ণা দ্বাদশীতে কালাকৃষ্ণ-দাস ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব হয়।

৩৮-৩৯। সদাশিব কবিরাজ ও নাগর পুরুষোত্তম—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান্। যাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস নাম।। বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে। নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে।।" গৌঃ গঃ ১৫৬—"পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া পরা। অধুনা গৌড়দেশে সা কবিরাজঃ সদাশিবঃ।।" ১৩১ শ্লোক—"সদাশিবসুতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ। বৈদ্যবংশোদ্ভবো নাম্না দামা যোবল্লবো ব্রজে।।" সদাশিব কবিরাজের পিতা কংসারি সেন—কৃষ্ণলীলায় ব্রজের 'রত্নাবলী' সখী। কেহ বলেন, কংসারি সেনের নিবাস—ই, আই, আর, লাইনে গুপ্তিপাড়ায়, কিন্তু অধুনা তাহার কোন চিহ্ন তথায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ইঁহাদের ন্যায় চারি পুরুষ ধরিয়া সিদ্ধ গৌরভক্ত অন্যত্র বিরল।

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট পূর্ব্বে চাকদহ ও শিমুরালি-ষ্টেশন হইতে সমদূরবর্ত্তী সুখসাগরে ছিল। প্রথমে বেলেডাঙ্গা-গ্রাম ধ্বংস হইলে, সুখসাগরে শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ-সকল আনীত হন। পরে তাহাও গঙ্গাগর্ভজাত হইলে ঐ স্থানে শ্রীজাহ্নবা-মাতার যে গাদি ছিল, সেই গাদির শ্রীবিগ্রহগণের সহিত পুরুষোত্তম ঠাকুরেরও শ্রীবিগ্রহ সাহেবডাঙ্গা বেড়িগ্রামে আনীত হন। বেড়িগ্রামও ধ্বংস হইলে জাহ্নবা-মাতার গাদির শ্রীবিগ্রহ-সমূহের সহিত পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ চান্দুড়ে-গ্রামে বিরাজ করিতেছেন।

ভাগীরতী-তীরে চান্দুড়ে-গ্রাম—নদীয়া-জেলার অন্তর্গত ও চাকদহ-থানার অধীন এবং ই, বি, আর, লাইনে 'সিমুরালি'-ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে এবং 'পালপাড়া' হইতে এক মাইল পথ।

পুরাতন সুখসাগর নদীগর্ভজাত হওয়ায় নূতন সুখসাগর এই চান্দুড়ে-গ্রাম হইতে ৩/৪ মাইল দূরে কালীগঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা—শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর ভর্ত্তা—জিরাট-নিবাসী শ্রীমাধবাচার্য্য (মাধব চট্টোপাধ্যায়) কাহারও মতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর, কাহারও মতে শ্রীজাহ্নবাদেবীর এবং কাহারও মতে এই পুরুষোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। 'বৈষ্ণব-বন্দনা'-লেখক শ্রীদেবকীনন্দন দাস যে ইঁহারই শিষ্য ছিলেন, তদ্বিষয়ে 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

বর্ত্তমান মন্দিরটী মৃন্ময়-প্রাচীরযুক্ত একটী খড়ের গৃহ। মন্দিরগৃহে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, নিতাই-গৌর—দুই দুইটী বিগ্রহ, গোপীনাথ, জাহ্নবা-মাতা, বালগোপাল, রাধাগোবিন্দ—পাঁচটী যুগল, রেবতী ও বলরাম এবং শালগ্রাম বিরাজিত। ইঁহার মধ্যে কয়েকটী শ্রীমূর্ত্তি পুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত, আর বাকী শ্রীমূর্ত্তি জাহ্নবাদেবীর গাদির,—কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই শ্রীপাটটী 'বসু-জাহ্নবা'র শ্রীপাট নামেও খ্যাত। চাঁন্দুড়ে-শ্রীপাটের নিম্নলিখিত সেবায়েত মহান্তগণের নাম পাওয়া যায়,—(১) গোপালদাস মহান্ত, (২) রামকৃষ্ণ, (৩) বিহারিদাস, (৪) রামদাস, (৫) গোপালদাস ও (৬) বর্ত্তমান বৃদ্ধ সেবায়েত—সীতানাথ দাস।

৪০। কানু ঠাকুর—কেহ কেহ ইঁহাকে দ্বাদশগোপালের অন্যতম বলেন। ইঁহার নিবাস—বোধখানা। ই, বি, আর, সেণ্ট্রাল সেক্সনে 'ঝিকরগাছা-ঘাট' ষ্টেশনে নামিয়া কপোতাক্ষ-নদ দিয়া নৌকাপথে অথবা স্থলপথে ২ বা ২॥০ মাইল দূরে শ্রীপাট বোধখানা।

ঠাকুর কানাইর ঊর্দ্ধতন চতুর্থপুরুষ শ্রীকংসারি সেনের নাম 'সম্বরারি'। দেবকীনন্দন বৈষ্ণব-বন্দনায় ঠাকুর কানাইর ঊর্দ্ধতন চারি পুরুষের নামোল্লেখ করিয়াছেন,—

"শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ। সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ এক মনে। নিরন্তর প্রেমোন্মাদ, বাহ্য নাহি জানে। ইষ্টদেব

অনুভাষ্য

বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম। কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম।।"

সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তম ঠাকুর। পুরুষোত্তম ঠাকুরের পুত্রই কানুঠাকুর। কানুঠাকুরের বংশীয়গণ পুরুষোত্তম ঠাকুরকে 'নাগর পুরুষোত্তম' হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, 'দাস-পুরুষোত্তম' বলিয়া যিনি গৌরগণোদ্দেশে উল্লিখিত হইয়াছেন এবং যিনি ব্রজলীলায় 'স্তোককৃষ্ণ', তিনিই কানু-ঠাকুরের পিতা কিন্তু গৌরগণোদ্দেশে,—বৈদ্যবংশোদ্ভূত সদা-শিবের পুত্র পুরুষোত্তমই 'নাগর পুরুষোত্তম' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই নাগর-পুরুষোত্তম ব্রজলীলায় 'দাম'-নামক সখা। কানুঠাকুরের বংশীয়গণের মধ্যে এইরূপ কিংবদন্তী চলিত আছে যে, গঙ্গার পূর্ব্বতীরে 'সুখসাগর' নামক-গ্রামে পুরুষোত্তম ঠাকুরের বাস ছিল। পুরুষোত্তমের পত্নীর নাম 'জাহ্নবা' ছিল। ঠাকুর কানাই-এর আবির্ভাবের পরেই জাহ্নবা অপ্রকট হন। নিত্যানন্দ প্রভু পুরুষোত্তম ঠাকুরের পত্নী-বিয়োগ-বার্ত্তা জানিতে পারিয়া পুরুষোত্তমের গৃহে আগমন করেন এবং দ্বাদশ বর্ষের শিশুকে স্বীয় ভবন খড়দহে লইয়া যান।

কানুঠাকুরের বংশীয়গণের মতানুসারে ১৪৫৭ শকে, বাং ৯৪২ সালে আষাঢ়ী শুক্ল-দ্বিতীয়ায় বৃহস্পতিবারে রথযাত্রার দিনে ঠাকুর কানাই আবির্ভূত হইয়াছেন। শিশুকাল হইতে ঠাকুরের কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণতা দেখিয়া নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার নাম 'শিশুকৃষ্ণদাস' রাখিয়াছিলেন।

শিশু কৃষ্ণদাস পঞ্চম বর্ষে ঈশ্বরী জাহ্নবা-মাতার সহিত শ্রীবৃন্দাবন-ধামে গমন করেন। শ্রীজীব গোস্বামিপ্রমুখ ব্রজবাসিগণ শিশুকৃষ্ণদাসের ভাবাদি-দর্শনে তাঁহাকে 'ঠাকুর কানাই' নাম প্রদান করেন। জনশ্রুতি আছে যে, বৃন্দাবনে ঠাকুর কানাই যখন কীর্ত্তনা-নন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দক্ষিণ পদের একটী নূপুর পদ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। ঠাকুর কানাই তখন বলেন,—'যে-স্থানে এই নূপুর পতিত হইয়াছে, আমি সেই স্থানে বাস করিব।' যশোহর-জেলায় 'বোধখানা'-নামক গ্রামে ঐ নূপুর পতিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়, তদবধি ঠাকুর কানাইর বোধখানা আসিয়া বাস।

ইঁহাদের বংশ-পরম্পরায় আর একটী জনশ্রুতি আছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কয়েকশত বর্ষপূর্ব্বে সদাশিবের কোন পূর্ব্বপুরুষ-কর্ত্তৃক 'প্রাণবল্লভ' বিগ্রহ সেবিত হইয়া আসিতেছেন। এই 'প্রাণবল্লভ' এখনও বোধখানায় সেবিত হইতেছেন।

'বর্গীর হাঙ্গামা'র সময় ঠাকুর কানাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্তানগণ-ভিন্ন বংশীবদনপ্রমুখ অন্য পুত্রগণ বোধখানা ত্যাগ

অনুভাষ্য

করিয়া পলায়ন করেন এবং নদীয়া-জেলার অন্তর্গত 'ভাজন-ঘাট'-নামক গ্রামে গিয়া বাস করেন। ঠাকুর কানাইয়ের কনিষ্ঠ সন্তানগণের মধ্যে 'হরিকৃষ্ণ গোস্বামী' নামে জনৈক ব্যক্তি 'বর্গীর হাঙ্গামা' মিটিবার পর বোধখানায় আসেন। ইনি 'প্রাণবল্লভ' নামে আর একটী নূতন বিগ্রহ স্থাপন করেন। এখনও বোধখানা-গ্রামে ঠাকুর কানাইর জ্যেষ্ঠ সন্তানের বংশ্যগণের মধ্যে প্রাচীন "শ্রীপ্রাণ-বল্লভে"র এবং কনিষ্ঠ পুত্রের বংশ্যগণের মধ্যে নূতন-প্রতিষ্ঠিত 'প্রাণবল্লভে'র সেবা হইতেছে। ভাজনঘাটে "শ্রীরাধাবল্লভ" বিগ্রহ সেবিত হইতেছেন। প্রেমবিলাস-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, কানুঠাকুর খেতরির উৎসবে জাহ্নবা-দেবী ও বীরভদ্রপ্রভুর সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন।

পুরুষোত্তম ঠাকুর ও কানু ঠাকুরের বহু শৌক্র-ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। পুরুষোত্তম ঠাকুরের শৌক্র-ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান চারিজনের নাম এইরূপ উল্লিখিত আছে,—

"তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যাশ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। শ্রীমুখো মাধবাচার্য্যো যাদবাচার্য্য-পণ্ডিতঃ।। দৈবকীনন্দন-দাসঃ প্রখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে। যেনৈব রচিতা পুস্তী শ্রীমদ্‌বৈষ্ণব-বন্দনা।।" এই মাধবাচার্য্য—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী। পুরুষো-ত্তমের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহসমূহ সুখসাগর-গ্রাম ধ্বংসের পর চান্দুড়িয়ায় আনীত হইয়া বর্ত্তমানে জিরাটের গঙ্গা-বংশ্যগণের তত্ত্বাবধানে তাঁহার অন্যান্য বিগ্রহের সহিত সেবিত হইতেছেন। পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট "বসু-জাহ্নবার" শ্রীপাট নামেও অভিহিত।

কানু ঠাকুরের শিষ্যগণ মেদিনীপুর-জেলায় শিলাবতী-নদীর ধারে গড়বেতা-নামক গ্রামে বাস করেন। সামবেদীয় কৌথুমী-শাখার রাঢ়ীশ্রেণীয় 'শ্রীরাম' নামক একটী ব্রাহ্মণ কানাই ঠাকুরের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন।

৪১। উদ্ধারণ দত্ত—গৌঃ গঃ ১২৯ শ্লোক—"সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্তউদ্ধারণাখ্যকঃ।" ইঁহার নিবাস—হুগলী-জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা-ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সরস্বতী-নদীর তটস্থিত 'সপ্তগ্রামে'। পূর্ব্বে 'সপ্তগ্রাম' বলিতে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শঙ্খনগর ও সপ্তগ্রাম—ইহাদের সমষ্টি বুঝাইত। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"উদ্ধারণ দত্ত মহা-বৈষ্ণব উদার। নিত্যানন্দ-সেবায় যাঁহার অধিকার।।" অন্ত্য, ৫ম অঃ—"কতদিন থাকি' নিত্যানন্দ খড়দহে। সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে।। উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন প্রভুবর ত্রিবেণীর তীরে।। কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ।। যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে।।" ইনি শৌক্র সুবর্ণ-বণিক-কুলোদ্ভূত।

(২৭) বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য ঃ—

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী ।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর 'রঘুনাথ পুরী' ॥ ৪২ ॥

(২৮) বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—ভ্রাতৃত্রয় ঃ—

বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস,—তিন ভাই ।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা ঠাকুর নিতাই ॥ ৪৩ ॥

(২৯) পরমানন্দ উপাধ্যায়, (৩০) জীবপণ্ডিত ঃ—

নিত্যানন্দভৃত্য—পরমানন্দ উপাধ্যায় ।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায় ॥ ৪৪ ॥

(৩১) পরমানন্দ গুপ্ত ঃ—

পরমানন্দ গুপ্ত—কৃষ্ণভক্ত মহামতি ।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥ ৪৫ ॥

(৩২) নারায়ণ, (৩৩) কৃষ্ণদাস, (৩৪) মনোহর, (৩৫) দেবানন্দ ঃ—

নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর ।
দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর ॥ ৪৬ ॥

(৩৬) হোড় কৃষ্ণদাস ঃ—

হোড় কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ ।
শ্রীনিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন ॥ ৪৭ ॥

অনুভাষ্য

সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ও স্বহস্ত-সেবিত মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি। তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীগদাধর বিরাজিত। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম ও সিংহাসন-বেদীর নিম্নে শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য অর্চ্চিত হইতেছেন। বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ নাটমন্দির। নাটমন্দিরের প্রতিস্তম্ভে স্মৃতিরক্ষক প্রস্তরফলকে মন্দির-নির্ম্মাতা ও শ্রীপাটের সংস্কারকগণের নাম খোদিত রহিয়াছে। নাটমন্দিরের সম্মুখেই একটী সুশীতল ছায়াপূর্ণ মাধবী-মণ্ডপ। মাধবী-মণ্ডপের দুইপার্শ্বে দুইটী স্তম্ভ—একটীতে উদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য ও অপরটীতে প্রস্তর-ফলকে চতুর্যুগের চারিটী তারকব্রহ্মনাম খোদিত রহিয়াছে।

১২৮৩ সালে নিতাইদাস বাবাজী-নামক জনৈক ভিক্ষু শ্রীপাটের জন্য ১২ বিঘা জমি সংগ্রহ করেন। তৎপর কাহারও কাহারও বিশেষ চেষ্টায় শ্রীপাটের সেবা কিছুদিন চলিলেও ক্রমশঃ সেবার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পরে ১৩০৬ সালে হুগলীর ভূতপূর্ব্ব সাবজজ্ বলরাম মল্লিক ও কলিকাতা-নিবাসী বহু ধনী সুবর্ণবণিকের সমবেত চেষ্টায় সম্প্রতি শ্রীপাটের সেবার কিছু পরিপাট্য দেখা যায়।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে একটী ভগ্ন কুটীরে হুগলী-বালি-নিবাসী পরলোকগত জগমোহন দত্ত-প্রতিষ্ঠিত শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত ছিলেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি এখন সপ্তগ্রাম-শ্রীপাটে নাই। তাঁহার আলেখ্যই এখন পূজিত হইতেছেন। অনুসন্ধানে শুনা গেল, উদ্ধারণ ঠাকুরের পূর্ব্বের শ্রীমূর্ত্তি এখন হুগলী-বালি-নিবাসী শ্রীমদন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে এবং ঠাকুরের সেবিত শ্রীশালগ্রাম ঐ গ্রামে শ্রীনাথ দত্তের গৃহে আছেন।

ঠাকুর উদ্ধারণ কাটোয়া হইতে ১৷৷০ মাইল উত্তরে 'নৈহাটী'-গ্রামের রাজার দেওয়ান ছিলেন। দাঁইহাট-ষ্টেশনের নিকট অদ্যাপি ঐ রাজবংশ্যগণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঠাকুর রাজকার্য্য উপলক্ষে যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা আজও 'উদ্ধারণপুর' নামে অভিহিত। ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এখানকার শ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহ বনওয়ারীবাদের রাজধানীতে নীত হইয়াছেন বলিয়া কথিত। এই স্থানের মন্দিরের পশ্চিমে, (কাহারও মতে, বৃন্দাবনে) ঠাকুরের সমাধি বর্ত্তমান। কাহারও মতে, ঠাকুরের পিতার নাম—শ্রীকর, মাতার নাম—ভদ্রাবতী এবং পুত্রের নাম—শ্রীনিবাস।

৪২। বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য—চৈঃ ভাঃ—"আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ পরম উদার। পূর্ব্বে 'রঘুনাথপুরী'-নাম খ্যাতি যাঁর।।" গৌঃ গঃ ৯৭—রঘুনাথপুরীকে অষ্টপুরীর নামোল্লেখে অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধির অন্যতম নিরূপণ করিয়াছেন।

৪৩। বিষ্ণুদাস, নন্দন ও গঙ্গাদাস—ইঁহারা তিনভাই—নবদ্বীপবাসী ভট্টাচার্য্য। বিষ্ণুদাস ও গঙ্গাদাস, নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট কিছুদিন ছিলেন। (আদি, ১০ পঃ ১৫১ সংখ্যা) নন্দনাচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু লুকাইয়া ছিলেন। নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও কিছুদিন বাস করেন। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ষষ্ঠ অঃ—"চতুর্ভুজ পণ্ডিত-নন্দন গঙ্গাদাস। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস।।"

৪৪। পরমানন্দ উপাধ্যায়—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"পরমানন্দ উপাধ্যায়—বৈষ্ণব একান্ত।"

শ্রীজীব পণ্ডিত—নিত্যানন্দপিতা হাড়াই ওঝার বাল্যবন্ধু রত্নগর্ভ আচার্য্যের মধ্যমপুত্র। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"মহা-ভাগ্যবন্ত জীবপণ্ডিত উদার। যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার।।" ইনি ব্রজের ইন্দিরা—গৌঃ গঃ ১৬৯ শ্লোক।

৪৫। পরমানন্দ গুপ্ত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয়।।" গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ১৯৯ শ্লোক—ইনি ব্রজের মঞ্জুমেধা—"পরমানন্দ-গুপ্তো যৎকৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী।"

৪৬। নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, মনোহর ও দেবানন্দ—চৈঃ ভাঃ

(৩৭) নকড়ি, (৩৮) মুকুন্দ, (৩৯) সূর্য্য, (৪০) মাধব, (৪১) শ্রীধর, (গোপাল-১২), (৪২) রামানন্দ, (৪৩) জগন্নাথ, (৪৪) মহীধর ঃ—

নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য্য, মাধব, শ্রীধর ।
রামানন্দ বসু, জগন্নাথ, মহীধর ॥ ৪৮ ॥

(৪৫) শ্রীমন্ত, (৪৬) গোকুলদাস, (৪৭) হরিহরানন্দ, (৪৮) শিবাই, (৪৯) নন্দাই, (৫০) পরমানন্দ ঃ—

শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ ।
শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ ॥ ৪৯ ॥

(৫১) বসন্ত, (৫২) নবনী, (৫৩) গোপাল, (৫৪) সনাতন, (৫৫) বিষ্ণাই, (৫৬) কৃষ্ণানন্দ, (৫৭) সুলোচন ঃ—

বসন্ত, নবনী হোড়, গোপাল, সনাতন ।
বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন ॥ ৫০ ॥

(৫৮) কংসারি, (৫৯) রামসেন, (৬০) রামচন্দ্র, (৬১) গোবিন্দ, (৬২) শ্রীরঙ্গ, (৬৩) মুকুন্দ ঃ—

কংসারি সেন, রামসেন, রামচন্দ্র কবিরাজ ।
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ, তিন কবিরাজ ॥ ৫১ ॥

(৬৪) পীতাম্বর, (৬৫) মাধবাচার্য্য, (৬৬) দামোদর, (৬৭) শঙ্কর, (৬৮) মুকুন্দ, (৬৯) জ্ঞানদাস, (৭০) মনোহর ঃ—

পীতাম্বর, মাধবাচার্য্য, দাস দামোদর ।
শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর ॥ ৫২ ॥

(৭১) গোপাল, (৭২) রামভদ্র, (৭৩) গৌরাঙ্গদাস, (৭৪) নৃসিংহচৈতন্য, (৭৫) মীনকেতন ঃ—

নর্ত্তক গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গদাস ।
নৃসিংহচৈতন্য, মীনকেতন রামদাস ॥ ৫৩ ॥

(৭৬) শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনদাস ঃ—

বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন ।
'চৈতন্য-মঙ্গল' যেঁহো করিল রচন ॥ ৫৪ ॥

ব্যাসদেবকর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যভাগবতে গৌরলীলা-বর্ণন ঃ—

ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস ।
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস ॥ ৫৫ ॥

অনুভাষ্য

অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—দুই শুদ্ধমতি। নিত্যানন্দপ্রিয় 'মনোহর', 'নারায়ণ'। 'কৃষ্ণদাস', 'দেবানন্দ'—এই চারিজন।।"

৪৭। হোড় কৃষ্ণদাস—"বড়গাছি-নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস। যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস।।" এবং বড়গাছির মাহাত্ম্য (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ)—নবনী হোড় দ্রষ্টব্য।

৫০। নবনী হোড়—বড়গাছি-নিবাসী হরি হোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস হোড়। বড়গাছি (বহিরগাছি)—ই, বি, আর, লালগোলা-ঘাট লাইনে মুড়াগাছা-ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে,—ধর্ম্মদহের অপরপারে 'গুড়গুড়ে'-খালের তীরে অবস্থিত। ইঁহার নিকটবর্ত্তী শালিগ্রামে রাজা কৃষ্ণদাসের উদ্‌যোগে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ হয় (ভক্তিরত্নাকর ১২ তরঙ্গ)। 'রুকুণপুর' বহিরগাছি হইতে কিছুদূরে অবস্থিত। তাঁহার পুত্র নবনী হোড়। ইঁহার বংশ্যগণ এক্ষণে রুকুণপুরে আছেন। ইঁহারা শৌক্রদক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ, ব্রহ্মসংস্কারবিশিষ্ট থাকিয়া সর্ব্ববর্ণের দীক্ষাপ্রদান-কার্য্য করিয়া থাকেন। বড়গাছিতে পূর্ব্বকালে গঙ্গা ছিল, এক্ষণে উহা 'কাল্‌শির খাল' নামে খ্যাত।

কৃষ্ণানন্দ—৩৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫১। কংসারি সেন—ইনি ব্রজের 'রত্নাবলী'। গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০০ শ্লোক এবং 'সদাশিব কবিরাজ' (আঃ ১১।৩৮) দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

রামচন্দ্র কবিরাজ—খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের ও সুনন্দার পুত্র ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য এবং ঠাকুর নরোত্তমের প্রিয়বন্ধু। ঠাকুর নরোত্তম ইঁহার সঙ্গ জন্মে জন্মে প্রার্থনা করিয়াছেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ। ইঁহার কৃষ্ণভক্তি-দর্শনে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বৃন্দাবনে ইঁহাকে 'কবিরাজ' নাম প্রদান করেন। ইঁনি আজন্ম সংসারে বিরাগী এবং ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর প্রচার ও ভজনের প্রধান ও প্রিয়তম সঙ্গী ছিলেন। ইঁনি প্রথমে শ্রীখণ্ডে, পরে ভাগীরথীতীরে 'কুমারনগরে' আসিয়া বাস করেন (ভক্তিরত্নাকর দ্রষ্টব্য)।

গোবিন্দ কবিরাজ—খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের কনিষ্ঠ পুত্র এবং রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা। ইনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন ; পরে শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। ইনি প্রথমে শ্রীখণ্ডে, পরে কুমারনগরে, পরে পদ্মার দক্ষিণ তীরে "তেলিয়া বুধরি" গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার কবিত্ব-দর্শনে ইঁহাকেও শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'কবিরাজ' নাম প্রদান করেন। ইঁনি "সঙ্গীতমাধব" নাটক ও "গীতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা (ভক্তিরত্নাকর নবম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

৫৩। মীনকেতন রামদাস—গৌঃ গঃ ৬৮ শ্লোক—"মীনকেতন-রামাদির্ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণোঽপরঃ।।"*

** শ্রীমীননিকেতন রামদাস (শ্রীকৃষ্ণের) আদিব্যূহ-বলদেবের অপর রূপ সঙ্কর্ষণ (অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ)।*

বীরভদ্রগোসাঞি-শাখা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঃ—

সর্ব্বশাখা-শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত, তার অন্ত নাই ॥ ৫৬ ॥

অসংখ্য নিত্যানন্দগণ ঃ—

অনন্ত নিত্যানন্দগণ—কে করু গণন।
আত্মপবিত্রতা-হেতু লিখিলাঙ কত জন ॥ ৫৭ ॥

তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেমদানে জগদুদ্ধার ঃ—

এই সর্ব্বশাখা পূর্ণ—পক্ক প্রেমফলে।
যারে দেখে, তারে দিয়া ভাসাইল সকলে ॥ ৫৮ ॥

তাঁহাদের অব্যবহিত কৃষ্ণপ্রীতি-চেষ্টা ঃ—

অনর্গল প্রেম সবার, চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে, কৃষ্ণ দিতে সবে ধরে মহাবল ॥ ৫৯ ॥
সংক্ষেপে কহিলাঙ এই নিত্যানন্দগণ।
যাঁহার অবধি না পায় 'সহস্রবদন' ॥ ৬০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ-স্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম একাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

৫৪। বৃন্দাবন দাস—গৌঃ গঃ ১০৯—"বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা। সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং তমাবিশৎ।।"* ইনি শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীর পুত্র এবং 'চৈতন্যভাগবতে'র লেখক। ভাষ্যকারকৃত চৈতন্যভাগবতের ভূমিকায় "ঠাকুরের জীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতপ্রভুর শাখাসকল বর্ণন করিয়া তন্মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতানুযায়ী বৈষ্ণবগণকে 'সারগ্রাহী' এবং অপর সকলকে 'অসার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। অবশেষে শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর শাখা বর্ণন করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিয়াছেন। মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতনন্দন গোপাল মিশ্র এবং অদ্বৈতদাস কমলাকান্ত বিশ্বাসের আখ্যায়িকাদ্বয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম জীবনে গুণ্ডিচা-মন্দির সংস্কার-সময়ে শ্রীগোপালের প্রেমমূর্চ্ছা এবং শ্রীমহাপ্রভু কৃপায় মূর্চ্ছাভঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্যকিঙ্কর কমলাকান্ত বিশ্বাস রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট অদ্বৈতপ্রভুর ঋণশোধের জন্য তিনশত টাকা ভিক্ষা করেন; তাহা জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু ঐ বাউলিয়া বিশ্বাসকে দণ্ডপ্রদান-পূর্ব্বক অদ্বৈতাচার্য্যের অনুরোধে শোধন করেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহি-ভেদে দ্বিবিধ অদ্বৈতদাসগণ ঃ

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্ ॥ ১ ॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥

গৌরভক্ত সারগ্রাহী অদ্বৈতদাসগণের বন্দনা ঃ—

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ৩ ॥
বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ—আচার্য্য গোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হইল, তার লেখা নাঞি ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অনুগতজন দুইপ্রকার, অর্থাৎ 'সারগ্রাহী' ও 'অসারবাহী'। তন্মধ্যে অসারবাহিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সারগ্রাহী চৈতন্যদাসদিগকে প্রণাম করি।

৩। শ্রীচৈতন্যাখ্য অমরতরুর দ্বিতীয়স্কন্ধরূপী অদ্বৈতপ্রভুর শাখাস্বরূপ গণসকলকে নমস্কার করি।

অনুভাষ্য

১। সারাসারভৃতঃ (সারঃ অদ্বৈতানুগো গৌরহরিজনঃ, অসারঃ তদনুগাভিমানী গৌরহরি-বিমুখজনঃ, তৌ বিভ্রতীতি তান্) অখিলান্ (সর্ব্বান্) অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্ (অদ্বৈতস্য অঙ্ঘ্রী এব অব্জে তয়োঃ ভৃঙ্গান্ ভ্রমরান্ অদ্বৈতসেবকান্) [মত্বা] অসারান্ (তদনুগপ্রায়ান্ শুদ্ধভক্তিরহিতান্ মায়াবাদিনঃ) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) চৈতন্যজীবানান্ (চৈতন্য এব জীবনং যেষাং তান্ গৌরপ্রাণান্) সারভৃতঃ (সারগ্রাহিণঃ ভাগবতান্) নৌমি (নমস্করোমি)।

৩। শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ (গৌরামরবৃক্ষস্য) দ্বিতীয়স্কন্ধ-

* *শ্রীবেদব্যাসই অধুনা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর। কুসুমাপীড়-নামক সখা তাঁহাতে কার্য্যবশতঃ প্রবিষ্ট হইয়াছেন।*